চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০২ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

চসিককে অত্যাধুনিক লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স দিল ভারত
বছরের শুরুতে উপহার পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বছরের শুরুতে বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রের কাছ থেকে উপহার পাওয়া নি:সন্দেহে সৌভাগ্যের ব্যাপার। এধরণের উপহার যে কাউকে আনন্দিত করবে। আজ রোববার সকালে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবন চত্ত¡রে প্রধান অতিথি হিসেবে ভারত সরকারের উপহার দেয়া এ্যাম্বুলেন্স নিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন। চট্টগ্রামস্থ ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার অনিন্দ্য ব্যানার্জী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেয়রের কাছে এ্যাম্বুলেন্সের চাবি হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম। বক্তব্য রাখেন সচিব খালেদ মাহমুদ ও প্রধান ¯^াস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী। এতে কর্পোরেশনের সকল বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গতবছর মার্চে বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশকে ১১৯টি বিশেষায়িত অত্যাধুনিক এ্যাম্বুলেন্স উপহার দিবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। যার ধারাবাহিকতায় চসিক এই এ্যাম্বুলেন্স উপহার পেলো। এই এ্যাম্বুলেন্স-এ আইসিইউ সুবিধা সহ ট্রমা রোগিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে বলে চট্টগ্রামস্থ ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার অফিসসূত্রে জানা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আরো বলেন, ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র। প্রতিবেশী হিসেবে একটি রাষ্ট্রের যে ভূমিকা রাখা প্রয়োজন অতীতেও ভারত তা রেখেছে। যার প্রমাণ আমরা ৭১-এ পেয়েছি। সাম্প্রতিক করোনাকালেও তাঁরা টিকা উপহারসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে আমাদের পাশে আছেন। যার মধ্যে পিপিই কিট, চিকিৎসা সরঞ্জাম, টেস্টিং কিট ইত্যাদি। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি প্রতিবেশী দেশ হিসেবে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন তা ভারত-বাংলাদেশ দু'দেশের মধ্যে আগামীতেও বিরাজ করবে। মেয়র নতুন বছরের শুরুতে ভারত সরকারের উপহারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও সহকারি হাইকমিশনারকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রামস্থ ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার অনিন্দ্য ব্যানার্জী বলেন, আমার কূটনৈতিক জীবনে চট্টগ্রামে আমি দীর্ঘ চারবছর সময় অতিবাহিত করলাম। এরপূর্বে ঢাকায়ও কাজ করেছি। সব মিলে প্রায় ১০বছরের মত বাংলাদেশে আমার কর্মজীবন কাটলো। এই সময়টুকু আমার বেশ আনন্দে কেটেছে। তবে এরমধ্যে চট্টগ্রামে আমার বেশ ভালো সময় অতিবাহিত হয়েছে। কারণ এখানকার অধিবাসীরা অতিথিপরায়ন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে পাশে থাকা প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে ভারত সরকার আনন্দিত। আমরা যে এ্যাম্বুলেন্সটি উপহার দিলাম তাতে নতুন অত্যাধুনিক জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি রয়েছে। এটি রোগিদের মানসম্মত জরুরিসেবা ও ট্রমা লাইফ সাপোর্ট প্রদানে প্যারামেডিক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সাহায্য করবে।

পরিচ্ছন্নতা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রুচিবোধের প্রকাশ পায়- মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী নগর উন্নয়নে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা করে বলেছেন, নাগরিকদের ট্যাক্সের বিনিময়ে চসিক নাগরিক সেবা নিশ্চিত করে থাকে। চট্টগ্রাম আপনার আমার প্রিয় শহর। এই নগরীকে পরিবেশ বান্ধব ও পলিথিনমুক্ত দৃষ্টি নন্দন নগরী গড়ার ক্ষেত্রে আর্থিক সক্ষমতা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকলেও নাগরিকদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় পাহাড়তলী রেলওয়ে বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির কার্যকরী পরিষদের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।

সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব মো. কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পাহাড়তলী থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসলাম হোসেন, যুগ্ম আহŸায়ক লায়ন এম. শওকত আলী, এম. লুৎফুল হক খুশি, ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্ব মো. নুরুল আমিন, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাহেদা বেগম পপি।

মেয়র আরো বলেন, ব্যবসায়ীদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোন অবস্থাতেই যেন ক্রেতা সাধারণ ভোগান্তির শিকার না হন। একই সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট তৈরী হয় রেলওয়ে বাজার যেন এইসব সিন্ডিকেট থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকে। তিনি বলেন, ব্যবসায় প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এসব প্রতিযোগিতায় যেন ব্যবসায়িক রীতি নীতি মেনে পরিচালিত হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ যেন পরিস্কার রাখা হয় এ বিষয়ে জোর দিয়ে তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রুচিবোধের প্রকাশ পায়। মেয়র লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা না করা এবং প্রতিবছর লাইসেন্স নবায়নের জন্য ব্যবসায়ীদের আহŸান জানিয়ে বাজার উন্নয়ন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে চসিকের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩